রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৩০, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং ১০-৩৫.০১৬.০০৪.০০০০.০৪৭.২০১৪-অনুবাদ-২০১৪—সরকারি কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ২৯(খ) এর ক্রমিক ৫ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ০৩-০৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে "The Tolls Act, 1851 (১৮৫১ সনের ৮ নং আইন)" বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

টোল আইন, ১৮৫১
(১৮৫১ সনের ৮ নং আইন)

[৪ জুলাই, ১৮৫১]

সরকারি সড়ক ও সেতুর উপর সরকারকে টোল আরোপের ক্ষমতা প্রদানকল্পে প্রণীত আইন

প্রস্তাবনা যেহেতু সড়ক ও সেতুর উপর টোল আরোপে সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করিবার জন্য বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ;

সেহেতু নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :—

[রিপিলিং এ্যাক্ট, ১৮৭০ (১৮৭০ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা বিলুপ্ত।]

ব্যাপ্তি [১][এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।]

সড়ক ও সেতুর উপর টোল আরোপ এবং আদায়কারী নিয়োগের ক্ষমতা ২। [২][***] সরকারি ব্যয়ে নির্মিত বা মেরামত হইয়াছে বা অতঃপর উক্তরূপে নির্মিত বা মেরামত হইবে এমন যে কোনো সড়ক বা সেতুর উপর সরকার [৩][***] যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ হারে টোল আরোপ করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ টোল আদায়ের দায়িত্ব সরকার যাহাকে উপযুক্ত মনে করিবে তাহার ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করিতে পারিবেঃ এবং উক্তরূপ টোল আদায় ব্যবস্থাপনায় নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির দায়িত্ব ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির দায়িত্বের অনুরূপ হইবে।

টোল আদায় ৩। দাবীকৃত কোন টোল পরিশোধ না করিবার ক্ষেত্রে, অনুরূপ টোল আদায়ের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট যানবাহন অথবা পণ্যবাহী প্রাণী অথবা উহার দ্বারা পরিবহণকৃত পণ্যের যতটুকু অংশের মূল্য টোলের অর্থের সমান হয় ততটুকু জব্দ করিতে পারিবেন এবং চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে উক্ত টোল এবং তদুপরি মালামাল জব্দকরণের খরচ আদায় না হইলে বিষয়টি উক্ত টোল আদায়ের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত কর্মকর্তার নিকট আনীত হইবে, যিনি উক্ত মালামাল প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মর্মে নোটিশ জারি করিবেন যে, পরের দিন দ্বিপ্রহরে, যদি দিনটি রবিবার বা সার্বিক ছুটির দিন (closed holiday) না হয়, তিনি উক্ত মালামাল নিলামে বিক্রয় করিবেন; এবং তদানুযায়ী বিক্রয় সম্পন্ন হইলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে তিনি টোলের অর্থ, উহার অনাদায় হইতে উদ্ভূত সকল ব্যয়, জব্দকরণ ব্যয়, এবং বিক্রয় ব্যয় আদায় করিবেন এবং অনুরূপ উদ্ধারের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা অনুরূপ মালামালের মালিককে চাহিবামাত্র ফেরত দিবেন ঃ

বকেয়া পরিশোধান্তে জব্দকৃত সম্পত্তির অবমুক্তি তবে শর্ত থাকে যে, প্রকৃত বিক্রয় আরম্ভ হইবার পূর্বে যে কোনো সময়ে যাহার সম্পত্তি জব্দ করা হইয়াছে তিনি যদি উক্ত সময় পর্যন্ত যাহা কিছু ব্যয় হইয়াছে তাহা এবং প্রদেয় টোলের দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা জব্দকৃত মালামাল তাহার মালিকের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

১। "এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইব" শব্দসমূহ বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও তফসিল ২ দ্বারা ধারা ১ এ প্রতিস্থাপিত।

২। "কেন্দ্রীয় বা কোন প্রাদেশিক" শব্দসমূহ বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা বিলুপ্ত।

৩। "প্রাদেশিক" শব্দটি বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা বিলুপ্ত।

টোল পরিশোধ হইতে অব্যাহতি

৪। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগত এবং দ্রব্যাদি টোল পরিশোধ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে ঃ

(ক) সরকারি পণ্যসামগ্রী ও উহার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিগণ;

(খ) দায়িত্ব পালনকালে কোন সরকারি কর্মচারী এবং যাতায়াতের জন্য তৎকর্তৃক নিযুক্ত যানবাহন ও প্রাণী;

(গ) অন্য কোনো শ্রেণির ব্যক্তি বা দ্রব্যাদি যাহা [১][সরকারি] আদেশে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে; তবে, ইজারা চলাকালীন সময়ে টোল অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে না।

পুলিশ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সহায়তা প্রদান।

৫। এই আইন কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে যখনই প্রয়োজন হইবে তখনই সকল পুলিশ কর্মকর্তা টোল আদায়কারীগণকে সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে; এবং তাহারা এতদুদ্দেশ্যে পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে তাহাদের সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

অপরাধের জন্য দণ্ড

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান, ইত্যাদি

৬। এই আইনের অধীন টোল আদায়ের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহ যদি সরকারি সড়ক বা সেতু বা উহার উপরে অবস্থিত কোনো বাজার অতিক্রম করিবার জন্য টোল আরোপ বা দাবি করেন, অথবা বেআইনীভাবে বা বলপ্রদর্শনপূর্বক আইনসংগত টোল হইতে অন্যতর বা অধিকতর টোল দাবি বা আদায় করেন অথবা সজ্ঞানে বা বেআইনি জানিয়াও এই আইনের নামে কোনো সম্পত্তি জব্দ বা বিক্রয় করেন অথবা যে কোনো উপায়ে এই আইনের নামে বেআইনিভাবে কাহারও নিকট হইতে অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্য আদায় করেন, তাহা হইলে তিনি কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়া সাপেক্ষে অনুধিক ছয় মাসের কারাদণ্ডে অথবা অনধিক দুইশত [২][টাকা] অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; দণ্ডিত অর্থের যে কোনো অংশ ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশক্রমে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে; তবে উক্তরূপ প্রাপ্ত প্রতিকার দেওয়ানি আদালতে ক্ষতিপূরণ লাভের মামলা করিবার অধিকারকে বাধাগ্রস্ত বা প্রভাবিত করিবে না।

টোল সারণি ও দণ্ডসমূহের বিবরণ প্রদর্শন।

৭। যে টোল গেটে বা স্টেশনে টোল আদায় হইবে উহার নিকটে সহজে দৃষ্টিগোচর স্থানে সহজপাঠ্য ও [৩][বাংলা] শব্দে ও [৪][***] অঙ্কে লিখিত বা মুদ্রিত অনুমোদিত টোলের সারণি স্থাপিত থাকিবে, এবং উহার সহিত সংযুক্ত একইভাবে লিখিত বা মুদ্রিত বিবৃতি যাহাতে টোল প্রদানে অস্বীকৃতির এবং বেআইনি টোল আদায়ের শাস্তি উল্লেখ থাকিবে।

আরোপিত টোল সরকারি রাজস্ব হিসাবে গণ্য

৮। এই আইনের অধীন আরোপিত টোল সরকারি রাজস্ব হিসাবে গণ্য হইবে।

টোল আদায়ের জন্য ইজারা প্রদান

[৫][৯। (১) সরকার, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে, সময় সময়, প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে কোনো সরকারি সড়ক বা সেতুর উপর অনধিক তিন বৎসরের জন্য টোল আদায়ের ইজারা প্রদান করিতে পারিবে।

১। "প্রাদেশিক সরকার" শব্দসমূহের পরিবর্তে "সরকার" শব্দটি বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২। "রুপিজ" শব্দটি পরিবর্তে "টাকা" শব্দটি বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩। "ইংলিশ" শব্দটি পরিবর্তে "বাংলা" শব্দটি বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪। "এবং ঐ সকল জেলার উপভাষা" শব্দসমূহ ও কমা বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা বিলুপ্ত।

৫। বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা ধারা ৯ হতে ১৪ সংযোজিত।

(২) টোলের হার প্রকাশ্য নিলামে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ডাক অনুসারে নির্ধারিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, পর্যাপ্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সর্বোচ্চ দরদাতার দরপত্র অগ্রাহ্যক্রমে অন্য কাহারও দরপত্র গ্রহণ করিতে পারিবে বা উক্ত নিলাম হইতে সংশ্লিষ্ট টোলের ডাক প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৩) ইজারাদার টোলের শর্তাবলি যথাযথ পালনের নিশ্চয়তাস্বরূপ জামানত প্রদান করিবেন এবং ইজারার শর্ত অনুযায়ী প্রদেয় অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

ইজারাদার এবং তৎকর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি টোল আদায়ে নিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন

১০। কোনো সরকারি সড়ক বা সেতুর উপর টোল আদায়ের অধিকার ইজারা দেওয়া হইলে ইজারাদার বা স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে তৎকর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এই আইনের অধীন টোল আদায়ে নিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তদনুযায়ী সকল ক্ষমতার এবং সকল দায়িত্বের অধিকারী হইবেন।

ইজারাদার যে কোনো ব্যক্তির সহিত আপোষরফা করিতে পারিবেন

১১। কোনো টোল বারের ইজারাদার যে কোনো ব্যক্তির সহিত, উক্ত ব্যক্তির জন্য বা তাহার তত্ত্বাবধানে থাকা কোনো যানবাহন অথবা প্রাণীর জন্য নির্ধারিত টোল হারের পরিবর্তে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের বিষয়ে, আপোষরফা করিতে পারিবেন।

টোল পরিশোধে অস্বীকৃতির দণ্ড

১২। টোল পরিশোধে দায়ী কোন ব্যক্তি টোল পরিশোধ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে তিনি অনধিক একশত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

কোনো কর্মকর্তাকে উহার ক্ষমতা প্রয়োগে সরকারের নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা

১৩। সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার কোনো অধঃস্তন কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন প্রদত্ত যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অথবা আরোপিত যে কোনো দায়িত্ব সম্পাদন করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৪। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।]

তফসিল—[Devolution Act, 1920 (Act XXXVIII of 1920)-এর ধারা ২ এবং তফসিল ১ দ্বারা বিলুপ্ত]

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd